৬) মানবতাবাদ কীভাবে রেনেসাঁস চিত্রকলা ও ভাস্কর্যে প্রতিফলিত হয়েছিল?

⇒ **:রেনেসাঁস শিল্পকলা:-**

শিক্ষা ও সাহিত্যের মতো অঙ্কন, ভাস্কর্য, স্থাপত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে মানবতাবাদ তথা নবজাগরনের প্রভাব ছিল অসীম। ইউরোপের নবজাগরনের ইতিহাসে লিওনার্দো-দ্যা-ভিঞ্চি (1452-1519) ছিলেন এক বিস্ময়কর প্রতিভা। তিনি একাধারে ছিলেন চিত্রশিল্পী, ভাস্কর, স্থপতি, সংগীতজ্ঞ ও বিজ্ঞানী। জ্ঞান বিজ্ঞানের নানা শাখায় তার অবদান ছিল অপরিসীম। তবে চিত্রশিল্পী হিসেবেই তিনি অমর হয়ে আছে। "লাস্ট সাপার", "মোনালিসা" তার অনবদ্য সৃষ্টি।

এই সময়ের অপর একজন শিল্পী ও কবি ছিলেন মাইকেল অ্যাঞ্জেলো (1475-1564)। তিনি ইতালির তাস্কানিতে জন্মগ্রহন করেন। গির্জা অলংকরন শিল্পে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিলেও শিল্পের অন্যান্য ক্ষেত্রে এবং সাহিত্যের বিষয়ে তিনি অসাধারন প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে যান। সিস্টাইন গির্জার অঙ্কিত "লাস্ট জাজমেন্ট" শিল্প জগৎ-এ এক অনবদ্য সৃষ্টি।

এই আমলে অপর একজন বিখ্যাত শিল্পীর নাম হলো "র‍্যাফায়েল" (1483-1520)। "ম্যাডোনার" বিস্ময়কর চিত্রাঙ্কন তাঁকে চিত্র শিল্পের জগৎ-এ অমরত্ব দান করেছে।

শিল্প জগতের এই অভূতপূর্ব সৃষ্টির উন্মাদনা কেবল ইতালির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের শিল্পীরা তাদের নিজ নিজ দেশে শিল্প সৃষ্টির ব্যাপারে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করেন। ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, স্পেন, জার্মানী, পোর্তুগাল হল্যান্ড প্রভৃতি দেশেই শিল্পের ক্ষেত্রে এক অদ্ভুত পরিবর্তন শুরু হয়। ইতালির অধিকাংশ শিল্পই যখন চার্চ ও গির্জাগুলিকে অলংকৃত করায় ব্যস্ত ছিলেন সেই সময় আল্পসের পার পারে উঃ ও দঃ পশ্চিমের দেশগুলিতে মানুষের জীবনকেই নিয়ে শিল্পীরা তাদের শিল্প সৃষ্টি শুরু করেছিল। ফলে প্রতিটি দেশেই শিল্প সৃষ্টিতে এক স্বকীয় ধারা গড়ে উঠতে থাকে। নতুন এই শিল্প রীতিতে ইংল্যান্ড, হল্যান্ড ও ফ্রান্স বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখে।

রেনেসাঁ স্থাপত্য ও ভাস্কর্য :-

চিত্রশিল্প ছাড়া স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রেও রেনেসাঁস অর্থাৎ নবজাগরণ ইউরোপের প্রতিটি দেশেই পরিবর্তন আনে। স্থাপত্যে শিল্পের দিক থেকে এতদিন গথিক ডাখিবং শিল্পই ইউরোপের বিভিন্ন দেশে স্থানীয়ভাবে চালু ছিল। নতুন যুগে গ্রীক ও রোমান ভাবধারায় অভিভূত সাহিত্য ও শিল্পের মতো স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। রানি প্রথম এলিজাবেথ এর আমলে গ্রানাইট পাথরের পরিবর্তে মার্বেল বা অন্যান্য পাথর ব্যবহার শুরু হয় এবং স্থাপত্য শিল্পে হালকা ধরনের নির্মাণ কাজ করার প্রবণতা গড়ে ওঠে। ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবে ও স্থাপত্যে ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজগুলিতে এই স্থাপত্যরীতি বিশেষভাবে অনুসরন করা হয়। আবার বাসগৃহ নির্মানের ক্ষেত্রেও এর উল্লেখ করা যেতে পারে। ইতালির মিলান, পিসা, ফ্লোরেন্স, ভেনিস প্রভৃতি শহর গুলিতে ধনী ব্যক্তিদের অট্টালিকায় এই নতুন ধরনের স্থাপত্য রীতি চালু হয়। ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলিতেও এই প্রথা অল্পবিস্তর চালু হতে থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ষোলো শতকের ইংল্যান্ডে রেনেসাঁসের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। জাঁকজমক ও আরামের প্রাচুর্য স্থাপত্যে হবিনের অঙ্কন শৈলি ও শেক্সপিয়ারের সাহিত্যে রেনেসাঁসের অদ্ভুতপূর্ব আরম্বর ও শোভাকেই ব্যাপ্ত করেছিল।

গির্জা নির্মানের ক্ষেত্রেও এই নতুন রীতি অনুসরনের প্রবনতা লক্ষ্য করা যায়। আগে সাধারনভাবে সেন্ট পিটার্স গীর্জার অনুকরনে সারা ইউরোপে চার্চ নির্মানের পদ্ধতি লক্ষ্য করা যেত এ ব্যাপারে স্থাপত্য ভাস্কর্য - বিশেষজ্ঞদের কোনো স্বাধীন মতামত ছিল না। ধর্মীয় অনুশাসনের মতোই পুরান আমলের একই রীতি মেনে চলা যেত। নতুন যুগে প্রয়োজন, শখের ব্যাপার ও ইঞ্জিনিয়ারের মতোই অনুসরন করা হতে থাকে। সৌন্দর্য, নির্মানের স্বাধীনতা প্রভৃতি ছিল নতুন যুগের বৈশিষ্ট্য।

প্রকৃত শিল্পকলার ক্ষেত্রে এই আমলে বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করার মতো। মধ্যযুগে স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রশিল্পে একই ধরনের রীতি অনুসরন করা হত ফলে একাধারে নতুনত্ব বলে কিছু ছিল না – যাকে ইংরাজীতে বলা হয় Static. কিন্তু নবজাগরনের ফলে এইসবক্ষেত্রে পরিবর্তন আসে। স্থাপত্য, ভাস্কর্য, শিল্পের মতো চিত্রশিল্পেও ইতিপূর্বে শুধুমাত্র যে ধর্মীয় ব্যাপার ছিল তা এই আমলে পরিবর্তিত হয়ে সাধারন বিষয়বস্তু, প্রকৃতি, পশুপাখি ও মানুষের বিষয় নিয়ে পরিক্ষা নিরিক্ষা শুরু হয়।

তবে একথাও অবশ্য অনস্বীকার্য নবজাগরনের ফলে মধ্যযুগের সবকিছুই পরিত্যাজ্য – তা কিন্তু নয়। প্রাচীন আমলের শিল্প, সাহিত্য, পুনঃরুদ্ধারের সাথে সাথে নতুনের সংমিশ্রন অর্থাৎ নতুন চিন্তাভাবনায় ছিল রেনেসাস আমলের বৈশিষ্ট্য। এবং নতুন ভাবনা-চিন্তা, ধ্যান-ধারনা এবং যুক্তি ও প্রয়োজন বোধে প্রভৃতি বিষয়গুলি ছিল আলোচ্য সময়ের জীবন দর্শনের মূল ভিত্তি। রেনেসাস সৃষ্টির বহুমুখী দৃষ্টিভঙ্গিও শিল্পের বস্তু মাত্রিকতাকে প্রকাশ করেছিল। উপরোক্তপরি মানবতাবাদ ও প্রকৃতিবাদী চেতনা রেনেসাসের চিত্র ও ভাস্কর্য শিল্পকে প্লাবিত করেছিল যার ফলে রেনেসাস চিত্রশিল্পে আসে নতুন Perspective অর্থাৎ রেনেসাস যুগের শিল্পিদের বাস্তবমুখীতা, উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও গভীর মননশীলতা এই নবযুগের শিল্পকলাকে জনপ্রিয় করতে সমর্থ হয়।